بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

মহানবী (সা.)-এর মহান খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর জীবন চরিত এবং তাঁর উত্তম গুণাবলীর ঈমান উদ্দীপক বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্রিহিল আযিয কর্তৃক ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২২ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াসহাদু আন্না মোহাম্মাদন আবদোহু ওয়ারাসুলোহু। আম্মাবাদ ফা-আউযোবিল্লাহে মিনাশ শয়তানের রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানের রাহিম। আলহামদু লিল্লাহে রব্বিল আলামিন। আর রাহমানের রাহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু অ-ইয়্যাকা নাশতাঈন। ইহ্দিনাশ সেরাতাল মুস্তাকিম। সেরাতাল লাযিনা আনআমতা আলাইহিম। গয়রিল মাগযুবি আলাইহিম। অলায য-ল-লিন।

তাশাহহুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন,

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর যুগের ঘটনাবলীর কথা বলা হচ্ছিল। এ প্রসঙ্গে যিম্মিদের অধিকার সম্পর্কে কিছু বিশদ বিবরণ রয়েছে। যিম্মি বলতে সেসব লোককে বোঝায় যারা ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করে তাদের ধর্মে অবিচল ছিল এবং মুসলমানরা তাদের সুরক্ষার দায়িত্ব নিয়েছিল। এই লোকদের সামরিক চাকুরী এবং যাকাত প্রদান থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল। এই কারণে, এই যিম্মিদের প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থ এবং কর্মক্ষম ব্যক্তিদের বার্ষিক চার দিরহাম জিযিয়া আদায় করতে হতো। বৃদ্ধ, শিশু, প্রতিবন্ধী ও অক্ষমরা এর আওতামুক্ত ছিল; উল্টে তাদেরকে বায়তুল মাল থেকে সাহায্য প্রদান করা হতো। ইরাক ও সিরিয়া বিজয়ের সময় অনেক অমুসলিম জনগোষ্ঠী জিযিয়া দিতে ইচ্ছুক হয়ে যিম্মি হয়ে ওঠে। তাদের সাথে সম্পাদিত চুক্তিগুলির মধ্যে বিধান ছিল যে তাদের মঠ ও গীর্জা ভেঙে ফেলা হবে না এবং তাদের কোন দুর্গও ধ্বংস করা হবে না, যার দ্বারা তারা প্রয়োজনের সময় শত্রুর বিরুদ্ধে নিজেদের সুরক্ষিত রাখে। এছাড়া গির্জার ঘন্টা বাজানো, এমনকি উৎসবের সময় ক্রুশ নিয়ে মিছিল করার অনুমতিও তাদের প্রদান করা হয়।

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর খিলাফতের একটি মহান, অভূতপূর্ব এবং অসামান্য অবদান ছিল কুরআন সংকলন। ইয়ামামার যুদ্ধে প্রায় সাত শতাধিক কুরআনের হাফিয সাহাবা শহীদ হন, অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা আবু বকর (রা.)'র হৃদয়ে বিষয়টির গুরুত্ব প্রোথিত করে দেন। সহীহ বুখারীতে লিপিবদ্ধ বিবরণ অনুযায়ী, ইয়ামামার যুদ্ধের পর হযরত আবু বকর হযরত যায়েদ বিন সাবিতকে ডেকে বললেন যে, হযরত উমর (রা.) কুরআন একটি গ্রন্থাকারে সংকলনের বিষয়ে সুপরামর্শ প্রদান করেছেন এবং এইভাবে

এ গুরুদায়িত্ব হযরত যায়েদ বিন সাবিত (রা.)-এর উপর অর্পন করেন। হযরত যায়েদ বলেনঃ আল্লাহ্‌র কসম! হযরত আবু বকর (রা) যদি একটি পাহাড়কে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সরানোর নির্দেশ দিতেন, তাহলে সেটিও এই দায়িত্বের চেয়ে আমার জন্য সহজ হতো। হযরত যায়েদ বিন সাবিত বলেন, 'আমি খেজুরের ডাল, শ্বেতপাথর ও মানুষের হৃদয় থেকে কুরআন সংগ্রহ করেছি। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) হযরত যায়েদ বিন সাবিত (রা.) কর্তৃক এক খন্ডে যে পবিত্র কুরআন সংকলন করেছিলেন, একে সহীফা সিদ্দিকী বলা হয়। এটি হযরত আবু বকর, তারপর হযরত উমর এবং তারপর উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা বিনতে উমর (রা.)-এর কাছে সংরক্ষিত ছিল। হযরত উসমান সহীফা সিদ্দিকী থেকে কিছু পান্ডুলিপি কপি করে সেটি হযরত হাফসাকে ফেরত দেন। মারওয়ান যখন ৫৪ হিজরিতে মদীনার শাসক হন, তখন তিনি এই পান্ডুলিপিটি হযরত হাফসার কাছ থেকে নিতে চাইলেন, কিন্তু তিনি তা দিতে অস্বীকার করেন।

হযরত আলী (রা.) বলেন, আল্লাহ্ হযরত আবু বকর (রা.)-এর ওপর করুণা করুন, তিনিই সর্বপ্রথম পবিত্র কুরআনকে গ্রন্থ আকারে সংরক্ষণ করেছিলেন।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন, 'প্রকৃত সত্য হল, পবিত্র কুরআন যে ধারাবাহিকতায় আজও বিদ্যমান, পৃথিবীতে এমন কোনো লেখা নেই।' তিনি বলেন, মহানবী (সা.) -এর সময়ে সম্পূর্ণ কুরআন লেখা হয়েছিল; যদিও তা এক খন্ডে ছিল না। তাই হযরত আবু বকর (রা.) পবিত্র কুরআন 'সংগ্রহ' করার নির্দেশ দিয়েছিলেন; কিন্তু লিখে রাখার নির্দেশ দেননি; কুরআনের শব্দগুলো নিজেই বলে দিচ্ছে যে সে সময় কুরআনের পৃষ্ঠাগুলি এক খন্ডে সংগ্রহ করার প্রশ্ন ছিল; লেখার পশ্ন ছিল না। হযরত উসমান (রা.)-এর খেলাফতকালে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে পবিত্র কুরআনের অভিন্ন ক্বিরাআত বা পঠনের প্রচলন করা হয়। হযরত মসীহ মাওউদ আলায়হেস সালাম বলেন, প্রথম খলীফা হযরত আবুবকর (রা.) পবিত্র কুরআনের সব সূরা মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে শুনেছিলেন এবং সে অনুযায়ী সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করেছিলেন। অতঃপর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর পর আল্লাহ্ তাআলা তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রা.)-কে তৌফীক দান করেন, ফলে তিনি কুরাইশ অভিধান অনুযায়ী মক্কায় প্রচলিত আরবীতে লিপিবদ্ধ কুরআনের মূল কপি থেকে বেশ কিছু কপি করিয়ে প্রত্যেক প্রদেশে প্রেরণ করেন।

হযরত আবু বকর (রা.)-এর জীবনের সাথে সম্পৃক্ত প্রথম কৃতিত্বগুলিকে বলা হয় 'আওয়ালিয়াতে আবু বকর'। সেগুলি হল; তিনিই সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি সর্বপ্রথম মক্কায় তাঁর বাড়ির সামনে একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম মহানবী (সা.)-এর পক্ষে মক্কার কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন, তিনি বহু দাস-দাসীকে মুক্ত করেছিলেন যারা ইসলাম গ্রহণ করার জন্য নিপীড়নের শিকার হচ্ছিল। সর্বপ্রথম তিনি পবিত্র কুরআনকে গ্রন্থ হিসাবে রূপ প্রদান করেছিলেন এবং কুরআনকে 'মাসহাফ' নামে অভিহিত করেছিলেন। তিনিই প্রথম খলীফায়ে রাশেদ হিসেবে অভিহিত হয়েছিলেন। নবীজীর জীবদ্দশায় তিনিই প্রথম হজ্জের আমীর নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং নামাযের ইমাম নিযুক্ত হয়েছিলেন। ইসলামে সর্বপ্রথম বায়তুল মাল তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন। তিনিই ছিলেন ইসলামের প্রথম খলীফা; মুসলমানরা যাঁর ভাতা নির্ধারণ করেছিল। একইভাবে, তিনিই ছিলেন প্রথম খলীফা যিনি তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছিলেন। এমন খলীফা যাঁর অন্যদের বয়'আত নেয়ার সময় তাঁর পিতা জীবিত ছিলেন। তিনিই ইসলামের প্রথম ব্যক্তি যাকে মহানবী (সা.) উপাধি দিয়েছিলেন। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যাঁর চার পুরুষ সাহাবী হওয়ার মর্যাদা লাভ করেন। তাঁর পিতা হযরত আবু কাহাফা, স্বয়ং হযরত আবু বকর, তাঁর পুত্র হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর এবং তাঁর নাতি হযরত মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর সকলেই সাহাবী ছিলেন।

হযরত আয়েশা (রা.)'র বর্ণনা থেকে হযরত আবু বকর (রা.)'র চেহারা সম্পর্কে জানা যায়, তিনি ফর্সা এবং হালকা-পাতলা গড়নের মানুষ ছিলেন। তাঁর কটিদেশ কিছুটা ঝুঁকে থাকতো; গালে তেমন মাংস ছিল না, চোখ কিছুটা কোটরে বসা ছিল এবং তিনি প্রশস্ত কপালের অধিকারী ছিলেন।

হযরত আনাস বর্ণনা করেন, তিনি চুলে 'খিযাব' লাগাতেন। একবার তিনি গাছে বসা একটি পাখিকে দেখে বললেন; হায়! আমিও যদি তোমার মতো হতাম! তোমাকে কোন হিসাব দিতে হবে না বা শাস্তিও পেতে হবে না।

হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর অন্তিম শয্যায় হযরত আয়েশা (রা.) কে বললেন, হে আমার কন্যা! তুমি জানো যে তুমি আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় মানুষ। আমার অমুক জায়গার জমি আমি তোমাকে উপহার দিয়েছি, কিন্তু তুমি তা দখল করনি। এখন আমি চাই তুমি সেই জায়গাটা ফিরিয়ে দাও; যাতে আল্লাহ্‌র কিতাবে প্রদত্ত বর্ণনা অনুসারে তা আমার সকল সন্তানদের মধ্যে ভাগ হয়ে যায় এবং আমি আল্লাহ্‌র সামনে বলতে পারি যে, আমি আমার সন্তানদের কাউকে অন্যের উপর প্রাধান্য দিইনি।

যখন আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে খিলাফতের চাদরে আবৃত করলেন; পরদিন তিনি যথারীতি কাঁধে কাপড়ের থান নিয়ে ব্যবসার উদ্দেশ্যে বের হলেন। পথিমধ্যে হযরত আবু উবাইদা ও হযরত উমর (রা.)-এর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হল, যাদের অনুরোধে তাঁর জন্য ওযিফা (অর্থাৎ ভাতা) নির্ধারণ করা হয়েছিল। সেই ওযিফা কী ছিল? তিনি দুটি চাদর পেতেন, সেগুলি পুরানো হয়ে গেলে তিনি সেগুলো ফেরত দিয়ে আরেকটি পেতেন। এছাড়া সফরের জন্য তিনি সওয়ারী ও খিলাফতের পূর্বের খরচ অনুযায়ী খরচ নিতেন।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন, হযরত আবু বকর (রা.) সমগ্র ইসলাম বিশ্বের বাদশাহ ছিলেন, কিন্তু তিনি কী পেতেন? তিনি জনসাধারণের অর্থের রক্ষক ছিলেন, কিন্তু সেই অর্থের উপর তাঁর নিজের কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না।

তাঁর (রা.) হাত থেকে লাগাম পড়ে গেলে তিনি উট থেকে নেমে নিজেই তুলে নিতেন। জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলতেন যে, আমাকে আমার প্রিয় নবী (সা.) নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, আমি যেন কারও কাছে কিছু না চাই।'

মহানবী (সা.) একবার লোকেদের বলতে শুনেছিলেন, "আমাদের চেয়ে আবু বকর (রা.) কোন দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ? তিনি আমাদের মতো নামায পড়েন এবং আমাদের মতোই রোজা রাখেন।" এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন যে 'আবু বকরের শ্রেষ্ঠত্ব তার নামায এবং রোযার কারণে হয় নি, বরং সেটি হয়েছে তার অন্তরে থাকা কল্যাণের কারণে।'

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) কুরআনের একটি আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত আবু বকরের শ্রেষ্ঠত্ব ও তাঁর মহান মর্যাদা বর্ণনা করেছেন এভাবে: আল্লাহ তাআলা এখানে বলেছেন যে, তোমরা ইবাদত চালিয়ে যাও যতক্ষণ না তোমরা পরিপূর্ণ ঈমানের মর্যাদা লাভ কর এবং মধ্যবর্তী সমস্ত পর্দা এবং আবরণ মুছে গিয়ে স্থির বিশ্বাস না জন্মে যে আমি আগে যা ছিলাম তা এখন আর নই। এখন নূতন আকাশ-নূতন পৃথিবী এবং আমিও এক নূতন সৃষ্টি। এই দ্বিতীয় জীবনকে সুফীদের পরিভাষায় 'বাকা' বলে। একজন ব্যক্তি যখন এই স্তরে পৌঁছয় তখন তার মধ্যে কেবলমাত্র আল্লাহ্ তাআলার সত্ত্বা সঞ্চারিত হতে থাকে। ফেরেশতারা তার উপর অবতীর্ণ হয়। এটাই সেই গোপন রহস্য যার উপর মহানবী (সা.) হযরত আবু বকরকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, "কেউ যদি মৃত লাশকে পৃথিবীতে হেঁটে বেড়াতে দেখতে চায়, তবে

সে যেন আবু বকরকে দেখে; এবং আবু বকরের মর্যাদা তার বাহ্যিক কর্মের উপর ভিত্তি করে নয় বরং যা তার অন্তরে আছে তার কারণে।”

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেনঃ

একবার মহানবী (সা.) বললেন, যাদের কাপড় নিচের দিকে ঝুলবে তারা জাহান্নামে যাবে। হযরত আবু বকর (রা.) এ কথা শুনে কেঁদে ফেললেন; কারণ তাঁর পোশাক এই ধরনের ছিল। তিনি (সা.) বললেন, “তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নও।” অতএব, নিয়তের একটি বড় প্রভাব রয়েছে এবং মর্যাদা বজায় রাখা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।”

এটি মহানবী (সা.)-এর পরিপূর্ণ আনুগত্য, ভালোবাসা ও সম্মানের একটি ঘটনা যে, একবার হযরত আবু বকর (রা.) মহানবী (সা.)-এর ঘরে আসলেন; সে সময় হযরত আয়েশা (রা.) মহানবী (সা.)-এর সাথে উঁচু স্বরে কথা বলছিলেন। এটা দেখে তিনি সহ্য করতে না পেরে মেয়েকে মারতে উদ্যত হন; এটা দেখে মহানবী (সা.) পিতা ও কন্যার মধ্যে হস্তক্ষেপ করেন এবং আয়েশাকে প্রত্যাশিত প্রহার থেকে রক্ষা করেন। হযরত আবু বকর চলে গেলে মহানবী (সা.) মজা করে হযরত আয়েশা (রা.) কে বললেন, “দেখলে! আজ আমি তোমাকে তোমার আব্বার হাত থেকে কিভাবে বাঁচালাম?” কয়েকদিন পর হযরত আবু বকর আবার এলেন; হযরত আয়েশা সেসময় রসূলুল্লাহ্‌র (সা.)-এর সঙ্গে কথা বলছিলেন। তা দেখে হযরত আবু বকর (রা.) বললেন, তোমরা আমাকে তোমাদের লড়াইয়ের অংশীদার করেছিলে, এখন আমাকে তোমাদের আনন্দঘন মূহুর্তেরও অংশীদার করো। একথা শুনে মহানবী (সা.) বললেন, আমরা করেছি।”

খুতবা শেষে হুযুর আনোয়ার বলেন, বাকি বর্ণনা, ইনশাআল্লাহ্, ভবিষ্যতে ব্যাখ্যা করা হবে।

আলহামদুলিল্লাহে নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহে ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহূ-

‘ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল ‘আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা ‘আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াহয়ুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'উহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

(‘মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত’ কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)
16 September 2022
Distributed by
Ahmadiyya Muslim Mission
....................*P.O*........................
Distt........................*Pin*.........*W.B*

To,
____
____
____
____

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in